386

ভোরের কাগজ

তারিখ ... APR 1 2 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম 2

ঢা.বি শিক্ষকদের কনসালটেন্সি ব্যবসা ও পার্টটাইম চাকরি বন্ধের উদ্যোগ

অবৈধভাবে কর্মরতদের তালিকা তৈরির নির্দেশ শিক্ষকদের জন্য আচরণবিধিও হচ্ছে

পিনাকী রায় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কনসালটেন্সি, পার্টটাইম চাকরি, ব্যবসা বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি ডীনস কমিটির সভায় বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির ডীন এবং বিভাগীয় চেয়ারম্যানদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অবৈধভাবে কর্মরত শিক্ষকদের তালিকা তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন।

শিক্ষকদের অবৈধ কাজ বন্ধ করা ছাড়াও শিক্ষাদান পদ্ধতির আধুনিকায়ন এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যাপারে একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করা হবে বলে জানা গেছে। শিক্ষকদের নিয়োগ দেওয়ার সময় এ আচরণবিধি অনুসরণ করা হবে। নতুন শিক্ষক নিয়োগের তিন মাসের মধ্যে একটি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝিয়ে দেওয়া হবে। বর্তমানে শিক্ষক নিয়োগের সময় নিয়োগপত্রে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ মেনে চলার শর্ত উল্লেখ করা থাকে।

প্রসঙ্গত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অমান্য করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কনসালটেন্সি করে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত, সুপরিচিত প্রবীণ শিক্ষকরা এ ব্যাপারে এগিয়ে আছেন। তারা মোটা টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন এনজিও এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরামর্শ দানের পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করে থাকেন। এসব কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের পক্ষে নিয়মিত ক্লাস নেওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির ক্ষেত্রে কনসালটেন্সী বা ব্যবসা তাদের জন্য কোনো সমস্যা সৃষ্টি করে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি, সমাজকল্যাণ, সমাজবিজ্ঞান, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, লোক প্রশাসন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, গণিত, কম্পিউটার বিজ্ঞান, ফার্মেসি, পরিসংখ্যান, আইন, প্রাণ রসায়ন, অনুজীব বিজ্ঞান, ব্যবসা প্রশাসন, ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য অনুষদের বিভাগগুলোর অধিকাংশ শিক্ষক বাইরের কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। কাজের বিনিময়ে মোটা অংকের অর্থ তারা এসব প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের বাইরে শিক্ষকরা বিভিন্ন এনজিও, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ, কোচিং সেন্টার, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পার্টটাইম শিক্ষকতা করেন।

অনেক শিক্ষক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে বসেছেন। কোনো কোনো শিক্ষকের নিজেদেরই এনজিও রয়েছে বলে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপরিচিত, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িত প্রভাবশালী এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে থাকা শিক্ষকরাই বাইরের কাজের সুযোগ বেশি পেয়ে থাকেন।

১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে বলা আছে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি এবং অনুমতি না নিয়েও শিক্ষকরা বাইরের বৈধ সংস্থার সঙ্গে বৈধ সম্পর্ক রাখতে পারবেন। তবে অবশ্যই এ ধরনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আর্থিক লাভের কোনো বিষয় থাকবে না। অনুমতি সাপেক্ষে কেউ বাইরে কাজ করলে কাজের সম্মানীর শতকরা দশভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেওয়ার নিয়ম আছে। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষকই এ নিয়ম মানেন না। কোন কোন শিক্ষক টাকা জমা দিচ্ছেন তা খতিয়ে দেখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক শাহাদাত আলীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী একজন প্রভাষকের সপ্তাহে ১৬টি, সহকারী অধ্যাপকের ১৪টি, সহযোগী অধ্যাপকের ১২টি এবং একজন অধ্যাপকের ৮ থেকে ১০টি ক্লাস নেওয়ার কথা। তবে প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে জড়িত শিক্ষকদের এ ধরনের

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

ঢা.বি শিক্ষকদের কনসালটেন্সি, ব্যবসা ও পার্টটাইম চাকরি বন্ধের উদ্যোগ

● প্রথম পাতার পর

বাধ্যবাধ্যকতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। বাইরে কাজ করার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক মাসের পর মাস ক্লাস নেন না, অনেকে ডিপার্টমেন্টেও আসেন না। এ কারণে শিক্ষকরা পরীক্ষার খাতা দেখতে বিলম্ব করেন। শিক্ষকরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকায় এ ধরনের অনিয়ম সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয় না। শিক্ষকদের রাজনীতিও এসব অনিয়ম দূর করার পথে বড়ো অন্তরায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরীর কাছে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ ধরনের উদ্যোগের গ্রহণের কথা স্বীকার করেন। তিনি জানান, গত কয়েক মাস ধরেই বিষয়টি নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছে।